১ ডিসেম্বর
বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭
এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার

জাতীয় এইডস /এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

Take the Lead
নেতৃত্ব দিন

STOP AIDS
KEEP THE PROMISE

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র- ১ ডিসেম্বর ২০০৭, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ | জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৪
০১ ডিসেম্বর ২০০৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব এইডস্ দিবস' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

এইডস্ সমগ্র মানব জাতি ও সভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়াবহ এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ব্যতিত এর প্রতিরোধের কোন বিকল্প নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং অঞ্চলসমূহে এইডস্ ক্রমবর্ধমান হারে বিস্তার লাভ করছে। জনবহুল দেশ এবং ভৌগলিক অবস্থানের বিচারে বাংলাদেশে এইডস্‌এর ঝুঁকি খুব বেশী। এইডস্‌এর ভয়াবহতা হতে রক্ষা পেতে এর সংক্রমন ও প্রতিকারের বিষয়গুলো দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে পৌছে দিতে হবে। সমন্বিত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেশে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্ব এইডস্ দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৪
০১ ডিসেম্বর ২০০৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে 'বিশ্ব এইডস্ দিবস' পালিত হচ্ছে। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মরণব্যাধি এইডস্ আজ বিশ্বের অনেক দেশে মহামারী আকার ধারণ করেছে। এই রোগের প্রতিরোধের উপায় ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা খুবই জরুরী।

আমি আশা করি, এবছর দিবসটি পালনের শ্লোগান 'এইডস্ প্রতিরোধে আমাদের অঙ্গিকার' এবং প্রতিপাদ্য 'নেতৃত্ব দিন' -এর আলোকে সমাজের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ এই ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সর্বাত্মক গনসচেতনতা সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে আসবেন।

আমি বিশ্ব এইডস্ দিবস-২০০৭ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

(ড. ফখরুদ্দীন আহমদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ১ ডিসেম্বর বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হচ্ছে। প্রতিটি বিশ্ব এইডস দিবস আমাদের মাঝে আসে বর্ধিত সচেতনতা ও অঙ্গীকারের আহ্বান নিয়ে। এবারের আহ্বান হচ্ছে- 'নেতৃত্ব দিন' (Take the lead)।

বিশ্বে প্রতিবছর এইচআইভি সংক্রমণ বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে এ সংক্রমণের হার তুলনামূলক অনেক কম হলেও এ নিয়ে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এইচআইভি সংক্রমণের জন্য অনেক ঝুঁকিই আমাদের দেশে বিদ্যমান। তাই এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার এখনই সময়। সঠিক উদ্যোগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে আমরা সার্বজনিন এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং অন্যান্য সেবা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে পারবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

বিশ্ব এইডস দিবসে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগতভাবে যে যেখানে আছেন সেই অবস্থান থেকেই সাধ্য মতো নেতৃত্ব দিন, এইডস প্রতিরোধ নিশ্চিত করুন। বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭ সফল হোক, এ প্রত্যাশা করি।

মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান (অবঃ)

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এ বৎসরে বিশ্ব এইডস দিবসের শ্লোগান "এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার" এবং প্রতিপাদ্য বিষয় "নেতৃত্ব দিন" অত্যন্ত সময় উপযোগী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১লা ডিসেম্বর ২০০৭ বিশ্ব এইডস দিবস বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত নিম্ন মাত্রা বিরাজ করলেও আমাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং দেশের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অবস্থানের কারণে ব্যাপকভাবে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণের মধ্যে এইডস সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের পরিবর্তন, পাশাপাশি এইডস আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করে আমাদের এইডস প্রতিরোধ করতে হবে।

২০০১ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম বিশেষ অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারও এইডস প্রতিরোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে পরিকল্পিত কর্মকৌশল ও কর্মসূচি সঠিক বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের গতি রোধ করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭ পালনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

(এ, কে, এম, জাফর উল্লা খান)

এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে কিছু কথা

ভূমিকা : এইডস শুধু রোগ নয়, এটি সামাজিক ও উন্নয়ন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই কম বা বেশী মাত্রায় এইচআইভি/এইডস বিস্তার লাভ করেছে। আফ্রিকা মহাদেশের সাব-সাহারান দেশগুলোতে এইচআইভি/এইডস মহামারী আকার ধারণ করেছে। ইদানীং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব দেশে বিশেষ জনগোষ্ঠি যেমন মাদক ব্যবহারকারী, ভাসমান জনগোষ্ঠি এবং কারাবন্দীদের মধ্যে ঘনীভূত আকারে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়েছে সেসব দেশেও মহিলাদের মধ্যে সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ সংক্রমণ ঘটেছে যৌন প্রক্রিয়ায় তবে নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমেও এইচআইভি সংক্রমিত হচ্ছে।

এইডস কী : এইডস বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত এক স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সমস্যা এবং রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই। এইচআইভি নামের একটি ভাইরাসের সংক্রমণ এ রোগের কারণ। এ রোগের কোনো প্রতিষেধক টিকা বা কার্যকর চিকিৎসা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তবে কিছু নিয়ম মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এইচআইভি ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢোকার পর তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আস্তে আস্তে ধ্বংস করে এবং এক সময় পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। ফলে, যে কোন সাধারণ রোগে আক্রান্ত হলেও তখন কোনো ঔষধে কাজ হয় না এবং নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়।

এইচআইভি কী : এইচআইভি হলো হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV: Human Immuno-deficiency Virus) যার সংক্রমণের কারণে মানবদেহে এইডস রোগ দেখা দেয়। এ বিশেষ ধরনের ভাইরাস রেট্রোভাইরাস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত যার শাব্দিক অর্থ - ধীর।

এইচআইভি-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছেঃ **Human = মানুষ বা মানুষ সংক্রান্ত, Immuno-deficiency = রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব Virus = ভাইরাস ক্ষুদ্র এক জীবাণু যা খালি চোখে দেখা যায় না**

এইচআইভি সংক্রমণ হয় ধীর গতিতে। তাই সংক্রমিত ব্যক্তির এইডস হওয়া পর্যন্ত গড়ে ৫-১০ বছর সময় লাগে। এ দীর্ঘ সময় এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি নিজেকে সুস্থ অনুভব করেন। এইচআইভি মানবদেহে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলোকে আক্রমণ করে। এই শ্বেত কণিকা মানবশরীরের বিভিন্ন সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এইচআইভি রক্তের শ্বেত কণিকাগুলোকে আক্রমণ করে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়।

এইচআইভি/এইডস যেভাবে সংক্রমণ হয় : একজন এইচআইভি সংক্রমিত মানুষ থেকেই আরেকজন সংক্রমিত হয়। এক্ষেত্রে সংক্রমণ ঘটে চারটি মূল পন্থায়।

- **যৌনমিলনের মাধ্যমেঃ** এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সঙ্গে অনিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমে।
- **রক্তের মাধ্যমেঃ** এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত কারো শরীরে পরিসঞ্চালন করলে অথবা একজন সংক্রমিত মানুষের কিডনী, চোখ বা অন্য কোন অঙ্গ আরেকজনের দেহে প্রতিস্থাপন করলে।
- **শিরায় মাদক দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমেঃ** একই সিরিঞ্জ-নিডল ব্যবহার করে একসঙ্গে কয়েকজন মিলে শিরায় নেশা গ্রহণের সময় একজন সংক্রমিত থাকলে অন্যরাও সংক্রমিত হতে পারে।
- **ধারালো যন্ত্রপাতির মাধ্যমেঃ** সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সিরিঞ্জ-নিডল, রেজার, ব্লেড, ক্ষুর ইত্যাদি ধারালো যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে।
- **মা থেকে সন্তানের মধ্যেঃ** কোন মহিলা এইচআইভি সংক্রমিত হলে এবং গর্ভধারণ করলে - গর্ভাবস্থায়, জন্মের সময় অথবা জন্মের পর মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে তার সন্তানের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে।

এইচআইভি/এইডস যেভাবে সংক্রমণ হয় না : এইচআইভি মানবদেহের বাইরে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। তাই উপরোক্ত চারটি কারণ ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক কোন সম্পর্ক বা কার্যকলাপের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ হয় না। যেমনঃ-

- এইচআইভি সংক্রমিত বা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানা, বালিশ, থালা-বাসন, গ্লাস, বাটি, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি ব্যবহার করলে।
- এইচআইভি সংক্রমিত বা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন বা কোলাকুলি করলে।
- এইচআইভি সংক্রমিত বা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে স্বাভাবিক চলাফেরা বা মেলামেশা করলে।
- এইচআইভি সংক্রমিতদের সঙ্গে খেলাধুলা করলে, একসাথে একই স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করলে, একইসাথে একই শ্রেণীতে এবং একই বেঞ্চে বসলে।
- খাদ্য, পানি, বাতাস, হাঁচি-কাশি বা মলমূত্রের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ হয় না ।
- কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় বা মশার কামড়ে এইচআইভি সংক্রমণ হয় না।
- এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সঙ্গে একই পরিবারে, একসাথে বসবাস করলে বা একই অফিসে কাজ করলে, একই টেলিফোন, কম্পিউটার ব্যবহার করলে এইচআইভি সংক্রমণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- একই বাথরুম, টয়লেট ব্যবহার, একই পুকুরে বা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটলে এইচআইভি সংক্রমণ হবে না।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে করণীয় : এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের নিম্নোক্ত তথ্য নিজে জানা এবং অপরকে জানানো প্রয়োজন। সেইসাথে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে সচেষ্ট হতে হবে।

- যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।
- একাধিক যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে।
- বাণিজ্যিক যৌন সম্পর্ক বর্জন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ পরিবর্তন করে নিরাপদ যৌন অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- প্রয়োজনে প্রতিবার ঝুঁকিপূর্ণ যৌনমিলনে কনডম ব্যবহার করতে হবে।
- সিফিলিস, গণোরিয়া বা অন্য কোনো যৌনরোগ হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যৌনরোগ হলে এইচআইভি সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।
- কারো রক্তের প্রয়োজন হলে পরীক্ষিত নিরাপদ রক্ত ব্যবহার করতে হবে। রক্ত পরিসঞ্চালনের পূর্বে রক্তে এইচআইভি নেই তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।
- নিরাপদ রক্ত পাওয়ার জন্য পেশাগত রক্ত বিক্রেতাদের উপর নির্ভর না করে পরিচিতদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে হবে।
- শরীরের কোনো স্থানে কেটে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে বা কোনো ক্ষত হলে ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- একই সুচ-সিরিঞ্জ দিয়ে একসঙ্গে কয়েকজন মিলে শিরায় মাদকদ্রব্য বা নেশা গ্রহণের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।
- ডাক্তারী বা অন্য কোনো প্রয়োজনে অন্যের ব্যবহৃত সুঁচ-সিরিঞ্জ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সংক্রমিত মায়ের গর্ভের সন্তানের এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে - এ তথ্য জেনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সংক্রমিত মহিলার গর্ভধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
- বন্ধু/বান্ধব/প্রতিবেশী সবাইকে এইডস সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সচেতন করতে হবে।
- সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে তরুণদের নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার : "এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার" এই শ্লোগানটি সামনে রেখে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হচ্ছে। সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি পালন করে থাকে। উদ্‌যাপন করা হয় সচেতনতার উৎসব। এইডস প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি ইতিমধ্যে যারা এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের সকলের সহানুভূতিশীল হতে হবে; আমাদের বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত।

ডাঃ এস এম মোস্তফা আনোয়ার
ডাইরেক্টর সি. এম. ই লাইন ডাইরেক্টর
জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি)
ও
এস. বি. টি. পি

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১লা ডিসেম্বর ২০০৭ বিশ্ব এইডস দিবস অন্যবারের মতো এবারও বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে পালিত হচ্ছে। এবারের শ্লোগান 'Stop Aids keep the promise' এবং প্রতিপাদ্য 'Take the lead'। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

আজ এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর ফেলেছে নেতিবাচক প্রভাব, বিপর্যস্ত করেছে জনজীবন, হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে মানব সভ্যতা। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এইচআইভি/এইডসের ব্যাপক প্রসার, জনগণের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, অজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি কারণে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ক্ষেত্রে আমরাও অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছি। এইচআইভি/এইডস মহামারী প্রতিরোধ করতে 'সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে তথা ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের গতিরোধ ও এইডস রোগের সংক্রমণ কমিয়ে আনার লক্ষে প্রয়োজন দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সমন্বয় ও সহযোগিতা এবং সঠিক বলিষ্ঠ ও যুগোপযোগী নেতৃত্ব। আসুন, আমরা এইডস প্রতিরোধে সকল স্তরে নেতৃত্ব গড়ে তুলি।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭ এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

(জামিল ওসমান)

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭ যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে। এই দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে আমাদের এই বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার এ অঞ্চলের অন্য যেকোন রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম হলেও দেশের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অবস্থান, ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ, মাদক ব্যবহার, ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস, দারিদ্র, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকার সমস্যা ইত্যাদি কারণে ক্রমেই এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় এইচআইভি/এইডস মহামারী প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে কাজ করে চলেছে। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের সাথে জড়িত নারী, পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর কিশোরী এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে নেতৃত্বদান এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের শ্লোগান "এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার" এবং প্রতিপাদ্য বিষয় "নেতৃত্ব দিন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আসুন সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং সকলের সহযোগিতায় আমরা এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ করি।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ডাঃ মোঃ শাহজাহান বিশ্বাস

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঘাতকব্যাধি এইডস বর্তমান বিশ্বে মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। এইচআইভি/এইডস -এর ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে সমাজ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এসব দেশগুলোতে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, গড় আয়ু কমে যাচ্ছে, প্রজননহার হ্রাস পাচ্ছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র। এইডস বর্তমানে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, বরং এই রোগ একটি পরিবারকে, সমাজকে এবং দেশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে।

"এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও পালিত হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭। এই উপলক্ষে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস-এর প্রকোপ এ অঞ্চলে অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও অনেক কম। এতে আশান্বিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ মহামারী থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং সুযোগ্য নেতৃত্ব।

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের পাশে। পাশাপাশি আমাদের দেশের জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব, দারিদ্র, উচ্চ মাত্রার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী যাতায়াত, অনিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ও সিরিঞ্জ ব্যবহার, জনসচেতনতার অভাব, যৌন-কর্মীদের মধ্যে অতিমাত্রায় যৌনবাহিত সংক্রমনের হার, বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-বহির্ভূত, যৌনাভ্যাস প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশেও এইডস সংক্রমণের মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়াও যুব-সম্প্রদায়ের মাদকাসক্তি, মাদক গ্রহণে একই সিরিঞ্জ বহুজনে ব্যবহার, মাদকাসক্ত ট্রাক ও রিক্সা শ্রমিকদের অতি মাত্রায় কমার্শিয়াল যৌনকর্মীদের নিকট গমন এবং একজন যৌনকর্মীর বহুসংখ্যক ক্লায়েন্ট এর সাথে মিলিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও এইডস্ মহামারির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সূচক।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ব্যবস্থাগ্রহণ সমাজের সকলের দায়িত্ব। এইডস প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হল, এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলে তাদের আচার-আচরণ ও মন-মানসিকতার পরিবর্তন আনয়ন করা। জেন্ডার, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও আইনগত দিক এবং এইডস সম্পর্কিত বিষয়গুলো মানব উন্নয়নের জন্য আজকের বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে। তা'হলে অপবাদ ও বৈষম্য ভুলে আমরা আরও সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে পারব।

বাংলাদেশ সরকার মনে করে, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের এখনই উপযুক্ত সময়। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, মাঠকর্মীদের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে আসুন আমরা সবাই মিলে অঙ্গীকার পালন করে রক্ষা করি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি সর্বোপরি আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রকে। দেশকে গড়ে তুলি একটি নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭ এর সকল মহতি উদ্যোগের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

(মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান)